আলমডাঙ্গায় চোরাই মোবাইল চক্রের ১০ সদস্য আটক; ৭ মোবাইল উদ্ধার

ছিনতাই ও চোরাই মোবাইল ফোন ক্রয়-বিক্রয় চক্রের ১০ সদস্যকে আটক করেছে পুলিশ। এ সময় তাদের কাছ থেকে বিভিন্ন ব্রান্ডের ৭টি চোরাই মোবাইল সেট উদ্ধার করা হয়।

গতকাল শনিবার রাতে পৃথক অভিযান চালিয়ে পৌরসভার বিভিন্ন এলাকা থেকে আলমডাঙ্গা থানার পুলিশ তাদের আটক করে। তারা সকলেই মাদক বিক্রেতা ও সেবন কারী। তাদের বিরুদ্ধে থানায় একাধিক মাদক মামলাও চলমান রয়েছে জানান থানার ওসি বিপ্লব কুমার নাথ।

আটকরা হলেন- মূল হোতা আশিকুজ্জামান রুপক (২৭), সাহিল রহমান ডন (২৪), শ্রী শুবেন্দ্র কুমার সাহা (২৮), মঞ্জুরুল ইসলাম (৩৮), আজাহারুল ইসলাম আকাশ (২৪), শ্রী শুভ সাহা (৩০), শ্রী তাপস কুমার বিশ্বাস (২০), শ্রী বিশ্বজিত অধিকারী (২২), নাহিদ হাসান (২০), আব্দুল্লাহ (৩০)।

পুলিশ সূত্রে জানাযায়, শনিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে পৌরসভাধীন হাউসপুর ব্রিজ সংলগ্নে চোরাই ও ছিনতাই হওয়া মোবাইল ফোন সেট ক্রয়-বিক্রয় হচ্ছে এমন সংবাদে সেখানে অভিযান পরিচালনা করে থানা পুলিশ। ওই অভিযানে ছিনতাই ও চোরাই মোবাইল ক্রয়-বিক্রয় চক্রের মূল হোতা রুপককে আটক করা হয়। এ সময় চোরাই মোবাইল ক্রেতা শ্রী বিশ্বজিত অধিকারী ও নাহিদকেও আটক করে পুলিশ। তাদের কাছ থেকে বিভিন্ন ব্রান্ডের আইএমই পরিবর্তন ২ টি মোবাইল সেট উদ্ধার করা হয়। পুলিশের জিজ্ঞাবাদে আরো ৬ সদস্যের নাম প্রকাশ করে ছিনতাই ও চোর চক্রের সদস্যরা। তাদের স্বীকারোক্তিতে পৌর এলাকার কলেজপাড়ার সাহিল রহমান ডন, শ্রী শুবেন্দ্র কুমার, শ্রী তাপস কুমার বিশ্বাস, আজাহারুল ইসলাম আকাশ, শ্রী শুবেন্দ্র কুমার সাহা, নাহিদ হাসান ও এরশাদপুর গ্রামের মঞ্জুরুল ইসলামকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তাদের নিকট থেকে আরো ৫ টি চোরাই মোবাইল ফোন উদ্ধার করে পুলিশ।

আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বিপ্লব কুমার নাথ বলেন, শনিবার রাত-ভোর বিভিন্ন স্থানে পৃথক অভিযানে ১০ জনকে আটক

করা হয়েছে। এ সময় ৭টি মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়। আটককৃতরা অনেক দিন ধরে চোরাই ও ছিনতায়ের সাথে সরাসরি জড়িত। গোপনে এসব মোবাইল সেটগুলো আইএমই পরিবর্তন করে ক্রয়-বিক্রয় করে আসছে।

আলমডাঙ্গায় মহিলা অধিদপ্তরের হস্তক্ষেপে বন্ধ হলো বাল্যবিবাহ

আলমডাঙ্গা উপজেলায় মহিলাবিষয়ক অধিদপ্তরের হস্তক্ষেপে নবম শ্রেণি ছাত্রীর বিয়ে বন্ধ করা হয়েছে। আজ শনিবার দুপুরে উপজেলার বাড়াদী ইউনিয়নের এনায়েতপুর গ্রামে এ বিয়ের আয়োজন করা হয়।

উপজেলা মহিলাবিষয়ক কর্মকর্তা মাকসুরা জান্নাত জানান, গতকাল শনিবার দুপুরে বাড়াদী ইউনিয়নে নবম শ্রেণিতে পড়া এক ছাত্রীর বিয়ের আয়োজন চলছে এমন খবর পান তাঁরা। খবর পেয়ে অধিদপ্তরের জেন্ডার প্রমোটর সানজিদা আক্তারের নেতৃত্বে কিশোর-কিশোরী ক্লাবের আবৃত্তি শিক্ষক রাজিব কুমার বেদকে ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়। তাঁরা সেখানে গিয়ে বাল্যবিবাহ আয়োজনের বিষয়টি নিশ্চিত হন।

মাকসুরা জান্নাত বলেন, তিনি বিষয়টি থানা-পুলিশকে জানালে স্থানীয় মুন্সিগঞ্জ পুলিশ ক্যাম্পের উপপরিদর্শক ইউসুফ আলীর নেতৃত্বে একদল পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। পুলিশ সদস্যরা যাওয়ার পর জেন্ডার প্রমোটর সানজিদা আক্তার কনের জন্মসনদ দেখে নিশ্চিত হন তার বয়স ১৫। তিনি বিয়ে বন্ধ করে দিয়ে রবিবার সকালে কনেসহ কনের মাবাবাকে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়ে হাজির হতে বলেন এবং মেয়ের বয়স ১৮ না হওয়া পর্যন্ত বিয়ে দেবেন না মর্মে মুচলেকা নেন।

আলমডাঙ্গার জেহালায় দিলীপ কুমার আগরওয়ালার ছাতা বিতরণ

আলমডাঙ্গার জেহালা ইউনিয়নের জনগনের মাঝে ১ হাজার ছাতা বিতরন করেছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক উপকমিটির সদস্য, এফবিসিসিআইয়ের পরিচালক ও বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতি (বাজুস) এর সাধারন সম্পাদক ডায়মন্ড ওয়ার্ল্ডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও তারাদেবী ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান দিলীপ কুমার আগরওয়ালা দিলীপ কুমার আগারওয়ালা।

এ সময় দিলীপ কুমার আগরওয়ালা বলেন, ‘আমি প্রধানমন্ত্রীর বিস্ময়কর এই অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে এবং চুয়াডাঙ্গা-আলমডাঙ্গাকে স্মার্ট করে গড়ে তুলতে চুয়াডাঙ্গা-১ আসন থেকে নৌকা প্রতীকের প্রার্থী হতে চাই। আমি গত ১০ বছর ধরে এ জেলার মানুষের কল্যাণে ও উন্নয়নে কাজ করে চলেছি। সেই ধারাবাহিকতায় আজ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার উপহারের ছাতা বিতরণ করছি। পর্যায়ক্রমে প্রতিটি ইউনিয়ন ও ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে জননেত্রীর এই উপহার বিতরণ করা হবে।’

এবারের বর্ষায় জনসাধারণের মাঝে স্বস্তির জন্য শুক্রবার বিকেলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষ থেকে ছাতা উপহার প্রদান উপলক্ষে আলমডাঙ্গা উপজেলার জেহালা ইউনিয়নের ফুটবল মাঠে অনুষ্ঠিত এক আলোচনা ও মতবিনিময় সভায় এসব কথা বলেন তিনি।

অনুষ্ঠানে রহিদুল ইসলামের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দিলীপ কুমার আগরওয়ালা, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষক লীগের সাংগঠনিক ইলা, আবুল কালাম আজাদ সাঃ সম্পাদক উপজেলা আলমডাঙ্গা কুতুবউদ্দিন কৃষক লীগ সভাপতি আম্মদ আলী, সাঃ সম্পাদক আরিফ হোসেন নয়ন, সহ সভাপতি সেচ্ছাসেবক লীগ রিয়াজ উদ্দিন মুক্তিযোদ্ধা প্রমূখ।

আলমডাঙ্গায় জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন

আলমডাঙ্গায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট (বালক অনূর্ধ্ব ১৭) খেলা উদ্বোধন করা হয়েছে ।

আজ সোমবার পাইলট সরকারি হাইস্কুলের বিটিম মাঠে ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী খেলা অনুষ্ঠিত হয়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপজেলা নির্বাহী অফিসার স্নিগ্ধা দাসের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আইয়ুব হোসেন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান সালমুন আহম্মেদ ডন, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান কাজী মারজাহান নিতু, সহকারী কমিশনার ভূমি রেজওয়ানা নাহিদ, আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বিপ্লব কুমার নাথ, পৌর প্যানেল মেয়র মজিবুল হক, প্রানী সম্পদ কর্মকর্তা ডা. আব্দুল্লাহিল কাফি, উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার শামসুজোহা, মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার জিয়াউল হক, একাডেমিক সুপারভাইজার ইমরুল হক, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায় কর্মকর্তা এনামুল হক, রিসোর্স ইন্সটেক্টর জামাল হোসেন, ডাউকি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান তরিকুল ইসলাম, বাড়াদি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান তবারক হোসেন, উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারন সম্পাদক খন্দকার জিহাদ-ই-জুলফিকার টুটুল। উদ্বোধনী খেলায় দু’দলের খেলোয়াড়দের উপজেলা নির্বাহী অফিসার স্নিগ্ধা দাস জার্সি উপহার দেন।

খেলা পরিচালনা করেন আবুল হাসান, জুয়েল রানা, রনি আহমেদ, মহসিন কামাল । উদ্বোধনী খেলায় ডাউকি ইউনিয়নকে ৮-১ গোলে পরাজিত করে বাড়াদি ইউনিয়ন জয়লাভ করে। অপর খেলায় কুমারী ইউনিয়নকে ৩-০ গোলে পরাজিত করে গাংনী ইউনিয়ন জয়লাভ করে।

উদ্বোধনী খেলায় আলমডাঙ্গা কলেজিয়েট স্কুলের অধ্যক্ষ শামিম রেজার উপস্থাপনায় অনুষ্ঠানটি পরিচালিত হয়। ধারাভাষ্যকার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হাফিজুর রহমান ও মীর রোকনউজ্জামান।

আলমডাঙ্গা জেহালার ইউপি চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে মিথ্যে সংবাদ সম্মেলনের প্রতিবাদে প্রতিবাদ মানববন্ধন

মাদক বিক্রেতা কামাল হোসেন আলমডাঙ্গার জেহালা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সিলনের বিরুদ্ধে মিথ্যে সংবাদ সম্মেলনের প্রতিবাদে মানববন্ধন করেছে ইউনিয়নের সর্বস্তরের জনগণ। এছাড়াও অবিলম্বে ইউনিয়নের মাদক বিক্রেতা কামালসহ সকল ব্যবসায়ীদের গ্রেফতারের দাবী জানান তারা।

গতকাল রবিবার বিকেল ৪ টার দিকে জেহালা ইউনিয়নের মুন্সিগঞ্জ মদনবাবুর মোড়ে ইউনিয়নবাসীর উদ্যোগে ঘণ্টাব্যাপী প্রতিবাদ সমাবেশ ও মানববন্ধন করা হয়।

জানা যায়, উপজেলার জেহালা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মকলেছুর রহমান সিলনের বিরুদ্ধে মাদক ব্যবসার সাথে জড়িত থাকার অভিযোগ তোলেন কামাল হোসেন নামের এক ব্যবসায়ী । ওই অভিযোগের ভিত্তিতে গড়চাপড়া গ্রামের মাদক ব্যবসায়ী কামাল হোসেন আলমডাঙ্গা উপজেলা প্রেসক্লাবে উপস্থিত হয়ে গত ৬ জুলাই বৃহস্পতিবার সংবাদ সম্মেলন করেন। চুয়াডাঙ্গা সহ বিভিন্ন জেলা ও অনলাইন পত্রিকায় সংবাদটি প্রকাশিত হয়। যা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও বানোয়াট বলে দাবি করেন চেয়ারম্যান মকলেছুর রহমান সিলন ও স্থানীয়রা। এরই পরিপ্রেক্ষিতে গত ৭ জুলাই পাল্টা সংবাদ সম্মেলন করে চেয়ারম্যান মকলেছুর রহমান সিলন। এছাড়াও জেহালা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে মিথ্যে সংবাদ সম্মেলনের ঘটনায় মুন্সিগঞ্জ মদনবাবুর মোড়ে ইউনিয়নবাসীর উদ্যোগে ঘণ্টাব্যাপী প্রতিবাদ সমাবেশ ও মানববন্ধন করা হয়।

মানববন্ধন অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, জেহালা ইউনিয়ন জুড়ে যখন মাদকের অভায়রণ্য গড়ে তুলেছে ব্যবসায়ী কামাল। তার অত্যাচারে ইউনিয়নবাসী অতিষ্ঠ হয়ে পড়ে। পুলিশের সহযোগীতায় মাদকের বিরুদ্ধে

চেয়ারম্যান মাদকের বিরুদ্ধে দুর্গগড়ে তোলেন। ইতোমধ্যে মাদক বিরোধী অভিযানে পুলিশ অনেক ব্যবসায়ী ও সেবীকে গ্রেপ্তার করেছে। মাদক বিক্রেতা কামালকে পুলিশ খুঁজলে সে চেয়ারম্যান সিলনের বিরুদ্ধে মিথ্যে অভিযোগ তোলেন। এঘটনায় মাদক ব্যবসায়ী কামাল সহ সকল মাদক ব্যবসায়ীকে অবিলম্বে গ্রেপ্তারের দাবি জানান সর্বস্তরের সাধারণ জনগণ। এছাড়াও চেয়ারম্যান সিলনের বিরুদ্ধে মিথ্যে সংবাদ সম্মেলনের ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানায়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, ইউনিয়ন যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক বকুল হোসেন, ইউপি সদস্য জসি, আনারুল ইসলাম, হীরালাল, রিপন, রুবেল, বাবু, হাসেম, পিনজিরা, আরিফা খাতুন, লাভলি খাতুন, সমীর, আব্দুল কাদের, সাইদুর সোনা মিয়া, রকিবুল ইসলাম, আমির, জনি, রেন্টু, নজরুল, মিলন আহমেদ, নাসির উদ্দিন, সিলন, সাহেদ, মুঞ্জু, রানা, আলি হোসেন, সিদ্দিক, মিনহাজ, নান্নু, মহিবুর, শুভ প্রমুখ।

আলমডাঙ্গায় পৃথক দুই মাদক ব্যবসায়ী আটক

আলমডাঙ্গা উপজেলায় দুটি পৃথক স্থানে অভিযান চালিয়ে দুই মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে থানা পুলিশ।

গতকাল রবিবার দুপুরে জেহালার পুটিমারী এলাকা থেকে জলিল মিয়া (৩৫) ও কালিদাসপুর দক্ষিণপাড়ার শফিউল্লাল (৫৬)কে আটক করা হয়।

আটক মাহাবুল হক নাগদাহ ইউনিয়নের নাগদাহ মাঝের পাড়ার মৃত মতলেব মন্ডলের ছেলে ও শফিউল্লাল কালিদাসপুর ইউনিয়নের দক্ষিণপাড়ার মৃত জালাল উদ্দীনের ছেলে। এসময় জলিল মিয়ার কাছ থেকে ৫৬ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট ও শফিউল্লাল’র কাছ থেকে ২০ পিস এ্যাম্পুল বুপ্রেনরফাইন ইনজেকশন জব্দ করা হয়।

আলমডাঙ্গা থানার (ওসি) বিপ্লব কুমার নাথ ২ মাদক ব্যবসায়ীকে আটকের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে তাদেরকে আটক করা হয়।

এসময় তাদের কাছ থেকে ৫৬ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট ও ২০ পিস এ্যাম্পুল বুপ্রেনরফাইন ইনজেকশন জব্দ করা হয়। তাদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য আইনে মামলা হয়েছে।

আলমডাঙ্গা পৌরসভায় বৈদ্যুতিক খুঁটি রেখেই ড্রেন নির্মাণ, ক্ষোভ এলাকাবাসীর

আলমডাঙ্গা পৌর শহরে সড়কের নালা (ড্রেন) নির্মাণকাজে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে বিদ্যুতের খুঁটি। খুঁটি অপসারণ না করেই নালা নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে।

এভাবে নালা নির্মাণ করা হলে পানিপ্রবাহ বাধাগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। যদিও বিদ্যুতের খুঁটি দ্রুত অপসারণের জন্য পৌর কর্তৃপক্ষ ওয়েস্ট জোন পাওয়ার কোম্পানিকে (ওজোপাডিকো) বারবার অনুরোধ করেছে। বিদ্যুতের খুঁটি অপসারণ না করায় স্লাব দেয়াও সম্ভব হচ্ছে না বলে জানান ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান।

বিদ্যুৎ বিভাগ জানায়, পোল উত্তোলনে কোন চিঠি কিংবা যোগাযোগ করেনি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান। ইতোমধ্যে গত ৫ জুলাই বৈদ্যুতিক খুঁটির গোড়াই স্লাব না থাকায় ড্রেনের পানিতে ডুবে ৩ বছরের শিশুর মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু শিশু মৃত্যুর গত ৩দিন অতিক্রম হলেও এখন পর্যন্ত খুঁটি অপসারণ ও স্লাব দেবার কোনো উদ্যোগ নেয়নি সংশ্লিষ্ট কতৃপক্ষ । এ নিয়ে এলাকাবাসীর মধ্যে ক্ষোভ ও হতাশার সৃষ্টি হয়েছে।

স্থানীয়রা জানান, পৌর এলাকার কলেজপাড়া সড়কটি দীর্ঘদিন সংস্কারের অভাবে দুর্ভোগে পরিণত হয়েছে। একই সঙ্গে চলতি বর্ষায় পানি নিষ্কাশনের জন্য উন্নত কোনো ব্যবস্থা নেই। যে কারণে আলমডাঙ্গা সরকারি কলেজে আগত শিক্ষক, শিক্ষার্থীসহ ওই এলাকার মানুষকে দুর্ভোগে পড়তে হচ্ছে। বড় বড় খানাখন্দ, উঁচু-নিচু গর্ত আর সামান্য বৃষ্টিতে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়। এরশাদপুর চাতাল মোড়

থেকে শহরের প্রধান সড়ক পর্যন্ত বিস্তৃত। এ সড়কের পাশে রয়েছে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ও ওজোপাডিকো ভবন।

পৌরসভা সূত্রে জানা যায়, জলাবদ্ধতা নিরসনে পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে জনস্বাস্থ্য অধিদফতরের উদ্যোগে কলেজপাড়া ও এরশাদপুর সড়কে আরসিসি পয়োনালা নির্মাণ প্রকল্প খাতে ৯ কোটি টাকা ব্যয়ের ৫ কিলোমিটার ড্রেন নির্মাণের কাজ চলমান। ইতিমধ্যে ৩ কিলোমিটার কাজ শেষ হয়েছে। তারা আশাবাদী, দ্রুত সময়ের মধ্যে বাকি কাজ সম্পন্ন হবে। ইতিমধ্যেই কলেজপাড়া সড়কের টেন্ডার ও ওয়ার্ক অর্ডার দেওয়া হয়েছে।

কাজের ঠিকাদার মো. মোজাহিদুর রহমান লোটাস জোয়াদ্দার বলেন, এই বিদ্যুৎ পোল অপসারণের জন্য কাজ শুরুর সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ বিভাগকে চিঠি দেওয়া হয়। তারা কিছু পোল অপসারণ করে অন্যত্রস্থানে স্থাপন করেছে। কিন্তু কলেজপাড়া ও এরশাদপুর গ্রামে ড্রেনে পোল অপসারণে তেমন গুরুত্ব না দেওয়ায় নালা (ড্রেন) নির্মাণকাজ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। কাজের ধারাবাহিকতা নষ্ট হচ্ছে এই বিদ্যুৎ পোলের জন্য। এখন ঠিকাদার মাঠপর্যায়ে এসে পোল অপসারণ করলেই ড্রেনের কাজ আবারও পুরোদমে শুরু করা হবে। দীর্ঘ নালার বাকি কাজ বিদ্যুতের খুঁটি অপসারণের মাধ্যমে শিগগিরই ড্রেনের উপরে স্লাব নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হবে বলে তিনি জানান।

ড্রেন থেকে বিদ্যুতের খুঁটি সরানোর বিষয়ে ওজোপাডিকোর নির্বাহী প্রকৌশলী মো. শাহিনুর রহমান বলেন, পোল সরানোর বিষয়ে আমরা কোন চিঠি পায়নি। কিন্তু শুধু চিঠি পেলে তো হবে না। পোল সরানোর খরচের বিষয়টিও নিশ্চিত করতে হবে।

আলমডাঙ্গার আইলহাঁসে পুকুরে ভেসে উঠলো কিশোরের রক্তাক্ত

লাশ; আটক ২

আলমডাঙ্গা উপজেলার আইলহাঁস গ্রামের পুকুরে গোসল করতে নেমে জীবন কুমার বদি (১৩) নামে এক কিশোরের মাথায় আঘাত করে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। শিশুটির মাথা ফেটে রক্তাক্ত জখম হয়েছে।

গতকাল শনিবার সকাল সাড়ে ১১ টায় এই হত্যাকাণ্ড ঘটেছে বলে স্থানীয়রা জানান। জীবন কুমার বদি চৌগাছা উপজেলার পুড়পাড়া গ্রামের শ্রী বিকাশ কুমারের ছেলে। সে পুরোপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৪র্থ শ্রেণীর ছাত্র। কিশোর জীবন হত্যার ঘটনায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য দুই কিশোরকে আটক করেছে পুলিশ।

আটকৃত দুই কিশোর রায়লক্ষীপুর গ্রামের বশির উদ্দীনের ছেলে শাকিল
(১৫) ও সমির হোসেনের ছেলে সিয়াম (১৪)।

পরিবার ও পুলিশ সূত্রে জানাযায়, ঈদের ছুটিতে জীবন কুমার বদি উপজেলা আইলহাঁস ইউনিয়নের রায়লক্ষীপুর গ্রামের মাসি সুচরিতার বাড়িতে বেড়াতে আসে। শনিবার সকালে মুশলধারায় বৃষ্টি হওয়ায় মাসির ছেলে সৌরভের সাথে ফুটবল খেলতে যায় শিশু জীবন। খেলা শেষে এলাকার ছেলেদের সাথে আইলহাঁস-রায়লক্ষীপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পুকুরে গোসল করতে নামে তারা। জীবনের ভাসমান লাশের খবর পেয়ে মাসি সুচরিতা সহ পরিবারের লোকজন ছুটে গিয়ে তাকে উদ্ধার করে। পুকুর থেকে তুলে তার মাথায় রক্তাক্ত জখম দেখে।

স্থানীয়রা জানান, গতকাল শনিবার সকালে বৃষ্টির পানিতে আইলহাঁস গ্রামের কয়েকজন ছেলে ওই গ্রামের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মাঠে ফুটবল খেলছিলো। খেলা শেষে পাশের পুকুরের গোসল করতে যায়। হঠাৎ দুর থেকে দুর্বৃত্তরা ইট ছুড়লে কিশোর জীবনের মাথায় লাগলে সে পানিতে রক্তক্ষরণ হয়ে মারা যায়। গোসল করে অন্যান্য ছেলেরা উপরে উঠলে জীবনের মৃত ভাসমান লাশ দেখতে পায় তারা।

প্রত্যক্ষদর্শী নিহত জীবনের মাসির ছেলে সৌরভ জানায়, আইলহাঁস-রায়লক্ষীপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মধ্য থেকে ইট জাতিয় বস্তু তার মাথার উপরে পড়ে। পড়তেই সে পানিতে ডুবে যায়। আমরা পানি থেকে উপরে উঠতেই জীবনের ভাসমান লাশ দেখি।

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের পরিদর্শক (ওসি) বিপ্লব কুমার নাথ বলেন, কয়েকজন বাচ্চারা পুকুরের পানিতে গোসল করছিল। এসময় জীবন কুমার

নামে শিশুটি অনেকক্ষন পানি থেকে না উঠলে খোজাখুজি করা হয়। এরপর শিশুটির মরদেহ ভাসতে দেখে স্থানীয়রা। শিশুটির মাথায় আঘাতের চিহ্ন আছে। পুকুরের পানির মধ্যে কিছু আছে নাকি কারোর কোন আঘাতের মৃত্যু হয়েছে এটা নিশ্চিত বলা যাচ্ছেনা। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট আসলেই বলা যাবে। এঘটনায় কয়েকজন শিশুকে থানায় নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

আলমডাঙ্গার জাহাপুরে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে যুবকের মৃত্যু

আলমডাঙ্গা উপজেলার জাহাপুর গ্রামে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে শামিম হোসেন (৩৫) নামের এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। আজ শুক্রবার দুপুর আড়াইটার দিকে এঘটনা ঘটে।

নিহত শামিম হোসেন আলমডাঙ্গা উপজেলার নাগদাহ ইউনিয়নের জাহাপুর গ্রামের মুন্সিপাড়ার সোনা মিয়ার ছেলে।

পারিবারের সদস্যরা জানান, শামিম হোসেনের বাড়িতে বৈদ্যুতিক কাজ চলছিল। জুম্মার নামাজ শেষে শামিম বাড়িতে ঢুকে উঠানে পড়ে থাকা তার সরানোর সময় (বিদ্যুৎ সংযোগ থাকায়) বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়। পরে পরিবারের সদস্যরা দ্রুত শামিমকে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে আসলে চিকিৎসক মৃত ঘোষনা করেন।

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. ওয়াহেদ মাহমুদ রবিন বলেন, পরিক্ষা-নিরিক্ষার পর শামিমকে মৃত ঘোষনা করা হয়। হাসপাতালে আসার আগেই তার মৃত্যু হয়েছে। মরদেহ পরিবারের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় মাদক ব্যবসায়ী কামালের বিরুদ্ধে চেয়ারম্যান সিলনের পাল্টা সংবাদ সম্মেলন

আলমডাঙ্গা জেহালা ইউনিয়ন যুবলীগ নেতা কামাল হোসেনের মিথ্যা ও বানোয়াট তথ্য দিয়ে সংবাদ সম্মেলনের বিরুদ্ধে পাল্টা সংবাদ সম্মেলন করেন মকলেছুর রহমান সিলন।

আজ শুক্রবার বেলা সাড়ে ১২ টায় আলমডাঙ্গা উপজেলা প্রেসক্লাবের অস্থায়ী কার্যালয়ে জেহালা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মকলেছুর রহমান সিলন এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করেন।

সংবাদ সম্মেলনে তিনি লিখিত বক্তব্যে বলেন, আমি মকলেছুর রহমান সিলন জেহালা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান। গত আড়াই মাস যাবৎ জেহালা ইউনিয়ন জুড়ে মাদকের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয় পুলিশ। পুলিশের অভিযানে অনেক মাদক ব্যবসায়ী ও সেবী গ্রেপ্তার হয়। যে কারণে এলাকার শীর্ষ মাদক ব্যবসায়ী ও একাধিক মামলার আসামী গড়চাপড়া গ্রামের আব্দুল হান্নানের ছেলে কামাল হোসেন আমার উপর ক্ষিপ্ত হয়। সে আমাকে সামাজিক ভাবে হেউপ্রতিপন্ন করার জন্য মিথ্যা ও বানোয়াট তথ্য দিয়ে আমার বিরুদ্ধে সংবাদ সম্মেলন করে। আমি তাকে কখনো হয়রাণী করিনি। কামাল একজন মাদক বিক্রেতা, সেকারণেই পুলিশ তাকে আটক করার জন্য খুঁজতে পারে। সে দীর্ঘদিন ইউনিয়ন জুড়ে মাদক ব্যবসা করে আসছে। তার বিরুদ্ধে

একাধিক মাদক ও হত্যা মামলা রয়েছে। আমি মাদকের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ায়, মাদক ব্যবসায়ী কামাল অন্য মাদক ব্যবসায়ীদের সংগঠিত করে আমাকে বিপদে ফেলার চেষ্টা করছে।

আমি সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে জেহালা ইউনিয়ন থেকে চিন্হিত মাদক ব্যবসায়ী কামালসহ অন্যান্য মাদক ব্যবসায়ীদের গ্রেপ্তার সহ কঠোর আইনী পদক্ষেপ নিতে প্রশাসনের কাছে জোর দাবি জানাচ্ছি।